অধ্যাপক মোঃ আবদুল কাদের
মোস্তফা আনোয়ার স্বপন

উইন্ডোজ ৯৫

ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে ২৪ আগষ্ট। গোটা কমপিউটার বিশ্বে এখন চাপা উত্তেজনা। কী ঘটতে যাচ্ছে এই দিনটিতে? ওয়াশিংটনের রেডমন্ডস্থ শ্যামলবনরাজির প্রান্ত ছুঁয়ে ২৭ একর জমির ওপর সিয়াটলের ছাব্বিশটি ভবন জুড়ে সফটওয়্যার বিশ্বের মহারাজা বিল গেটসের মাইক্রোসফট কর্পোরেশন। সবার দৃষ্টি এখন নিবদ্ধ এই কোম্পানীর দিকেই। ২৪ আগস্ট এখানেই তথ্যপ্রযুক্তি জগতের জীবন্ত কিংবদন্তী ৩৯ বছর বয়সী বিল গেটস এক অনুষ্ঠানে অবমুক্ত করছেন বহুল আলোচিত অপারেটিং সিস্টেম 'উইন্ডোজ ৯৫'। পিসির জন্য দশ বছর আগে প্রবর্তিত ডস ভিত্তিক উইন্ডোজের সর্বশেষ নতুন উন্নত ভার্শন। শিকাগো নামেই আখ্যাত। এই অপারেটিং সিস্টেমটি নিয়ে আলোচনা ও জল্পনা কল্পনার জোয়ার চলছে সফটওয়্যার প্রস্তুতকারী কোম্পানী, মার্কিন সরকার, বিশ্বের টেলিযোগাযোগ-ব্যাংকিং-চলচ্চিত্র শিল্পের সাথে জড়িত অগুনতি প্রতিষ্ঠান ও সর্বোপরি ১০ কোটি ডস/ উইন্ডোজভিত্তিক পিসি ব্যবহারকারীর মাঝে।

অপারেটিং সিস্টেমঃ অগ্রযাত্রা

ডেস্কটপ কমপিউটার নির্মাণে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত রয়েছে প্রধানতঃ দুটো ঘরানা। একটি আইবিএম ও এর কমপ্যাটিবল ইন্টেলের X86 মাইক্রোপ্রসেসর ভিত্তিক পিসি গোষ্ঠী। এদের সর্বশেষ ক্ষমতাধর মডেল হলো পেন্টিয়াম ভিত্তিক। অন্যটি এপল কোম্পানীর মেকিন্টোশ ও অধুনা প্রবর্তিত এদের ক্লোন। সেই আশির দশকের গোড়ার দিকে ডেস্কটপের আবির্ভাব। তখন প্রশ্ন উঠলো এই কমপিউটারগুলো সচল হবে কোন কায়দায়? অর্থাৎ সুইচ অন (ON) থেকে শুরু করে কাজকর্ম শেষে সুইচ অফ (OFF) করে ঘুমে ঢলে পড়া পর্যন্ত কমপিউটারগুলো চলবে কোন প্রোগ্রামের আওতায়। এগিয়ে এলো সদম্ভে বিল গেটস-এর মাইক্রোসফট। লিখে দিলো প্রোগ্রাম। দুটো ঘরানার মেশিনের জন্য দু'ধরনের অপারেটিং সিস্টেম। পিসির জন্যে ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম (ডস)। মেকিন্টোশের জন্য এমওএস। শুরুটা সেখানেই। বাড়তে লাগলো মাইক্রোপ্রসেসরের ক্ষমতা। তার চাইতেও দ্রুত বাড়তে লাগলো ডেস্কটপ কমপিউটিং-এর বাজার। টেবিলের ওপরের এই কমপিউটারের মস্তিষ্কে, সিপিইউতে যতোই ক্ষমতা আরোপ করা হলো, যতোই কমপিউটারকে বহু ধরনের কাজের উপযোগী পরিবেশে স্থাপন জরুরী হয়ে পড়লো ততোই এদের অপারেটিং সিস্টেমকেও আরও উন্নত এবং-এরপর ব্যবহারকারীর বন্ধু হিসেবে উপস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলো। যাকে বলে ইউজার ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেসে পদার্পন। এক দিকে পিসিতে ইন্টেলের ২৮৬, ৩৮৬, ৪৮৬ এবং সর্বশেষ পেন্টিয়াম ইত্যাদির ক্রমশঃ উন্নততর প্রসেসরসমূহের সবটুকু দক্ষতাকে খাটিয়ে নিতে ডস-এর বিভিন্ন ভার্শনকে বাজারে ছাড়তে হলো। অন্য দিকে মেকিন্টোশের জন্যও এরকম ধারা অব্যাহত থাকলো।

মেকিন্টোশের ওএস গোড়া থেকেই ইউজার ফ্রেন্ডলি তথা সহজ ও চিত্তাকর্ষক ইন্টারফেস সমৃদ্ধ হওয়া সত্বেও প্রতিযোগিতামূলক বাজারে সম্ভবত এপলের মূল্য ও কৌশলগত সীমাবদ্ধতার ফলস্বরূপ কেবল প্রকাশনার জগৎ ভিন্ন অফিস বা ব্যক্তিগত ব্যবহারে নৈনন্দিন গৃহকার্যে-বিনোদনে এপল মেকিন্টোশ তেমন প্রসার লাভ করতে পারলো না। পক্ষান্তরে ডসের নানান সীমাবদ্ধতা থাকা সত্ত্বেও বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তিক বিপ্লবের বন্যায় অফিস ও ঘরগেরস্থালী সয়লাব করে ঢুকে পড়লো আইবিএম ও কমপ্যাটিবল পিসি। পিসি ব্যবহারকারীর সংখ্যা হাজার, লক্ষ ছাড়িয়ে কোটির ঘরে গেলো। পিসি কিংবা মেকিন্টোশ উভয় শ্রেণীর জন্যই ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের সাথে তাল মিলিয়ে অপারেটিং সিস্টেমের নিত্য নতুন ভার্শন সৃষ্টির কঠিন দায়দায়িত্ব কিন্তু অনেকটা এককভাবে পড়ে রইলো মাইক্রোসফটের ঘাড়েই। ম্যাক ও পিসির ইন্টারফেসগত পার্থক্য কমাতে এ পর্যায়ে বছর কয়েক আগে মাইক্রোসফট নিয়ে এলো আরো বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশসমৃদ্ধ ডসভিত্তিক উইন্ডোজ।

উইন্ডোজ ৯৫ ঃ প্রেক্ষাপট

এর মধ্যেই বিস্ময়কর দ্রুতগতিতে এগিয়ে গেল তথ্য প্রযুক্তিক বিপ্লব। শিক্ষা, গবেষণা, যোগাযোগ, দৈনন্দিন গৃহকার্য, কেনাকাটা, ব্যাংকিং লেনদেন ও ইন্টারনেটে সর্বত্রই কমপিউটার প্রবেশ করলো। পাঁচ বছরে তিন গুণ বেড়ে ১৯৯৩ তে সফটওয়্যার কোম্পানীর সংখ্যা দাঁড়ালো সত্তর হাজারে। বিশ্বের শতকরা আশিটি পিসিই মাইক্রোসফট-এর ডস, উইন্ডোজ বা উইন্ডোজ এনটি অপারেটিং সিস্টেম ভিন্ন চলতে অক্ষম হলো। পিসির অপারেটিং সিস্টেম কেবল নয় এসব সিস্টেমভিত্তিক বহুমুখী নিত্যব্যবহার্য বিশাল বিশাল এপ্লিকেশন প্রোগ্রাম কোটি কোটি ব্যবহারকারীকে রীতিমতো মোহগ্রস্থ করে রেখেছে। মাইক্রোসফটের বিশ্বকোষ এনকার্টা বিক্রিতে এনসাইক্লোপেডিয়া ব্রিটানিকাকেও হার মানিয়েছে। সহস্র কোটি ডলারের প্রতিষ্ঠান মাইক্রোসফটের প্রধান বিল গেটস পরিণত হলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনী ব্যক্তিতে। প্রযুক্তি উৎপাদন ও বাজার দখলের ক্ষমতার এই উত্তুঙ্গ মুহূর্তে বিল গেটস চাইলেন এমন একটি অপারেটিং সিস্টেম প্রবর্তন করতে যেটি হবে একের ভিতরে সব কাজের পরিবেশের যোগানদাতা। অর্থাৎ যা একাধারে ব্যবহারকারীর নানা রকম বিল পরিশোধের দায়িত্ব নেয়, টেলিফোন সংযোগ, খবরের কাগজ পড়ার কিংবা টেলিভিশন দেখার, চলচ্চিত্র সঙ্গীত উপভোগের বন্দোবস্ত করে। যা অনলাইনে ব্যাংকিং লেনদেন, কেনাকাটা ও ইন্টারনেটের সাইবার স্পেসে ভ্রমণের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়। আর এসবই সম্পন্ন করে কেবল মাউসে আঙুল রেখে ক্লিক করার মুহূর্তেই। শিকাগো নামে বছরখানেক আগে পরীক্ষামূলকভাবে চালু হলেও এটিই পুরো আঙ্গিকে আসছে অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ ৯৫ নামে ২৪ আগষ্টে।

উইন্ডোজ ৯৫ চালাতে আপনার কি কি প্রয়োজন পড়বে

মাইক্রোসফটের মতে উইন্ডোজ ৩.১ যে হার্ডওয়্যারে চলে তাতেই উইন্ডোজ ৯৫ চলবে। দ্রুতগতিতে না হলেও অন্তত সমান গতিতে। কিন্তু আমরা এর বিটা ভার্শনে ১৬ বিটের কয়েকটি এপ্লিকেশন চালিয়ে দেখেছি ১৬ মেগাবাইট র‍্যামে সেগুলো দ্রুতগতিতে চলে ৮ মেগাবাইট র‍্যামে গতি অনেক কম হয়। বিক্রির জন্য ২৪ আগষ্ট যে ভার্শন বাজারে ছাড়া হবে তা হয়তো দ্রুত চলতে পারে। মাইক্রোসফট বলছে উইন্ডোজ ৩.১ এবং উইন্ডোজ ৯৫ উভয়টিই ৩৮৬ মেশিনে ৪ মেগাবাইট র‍্যামে চলবে। তবে ৩৩ মেগাহার্টজের ৪৮৬ মেশিন ও ৮ মেগাবাইট র‍্যাম নূন্যতম হিসেবে এটির জন্য ভাল। উল্লেখ্য যে, উইন্ডোজ ৯৫ মূলত একটি ৩২ বিট অপারেটিং সিস্টেম। কিন্তু এর মধ্যে ১৬বিট কোড রাখা হয়েছে যা বর্তমানে প্রচলিত হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যারে ব্যবহারের জন্য একটি সুপরিকল্পিত সংযোজন। কেবল ৩২ বিটের অপারেটিং সিস্টেম হলে এটা সম্ভব হত না। বস্তুত জনপ্রিয় ডস উইন্ডোজ ৯৫ এ সম্পূর্ণ বিলীন নয়। তবে এটিকে ছদ্মাবরণে রাখা হয়েছে। পিসি অন করলে সরাসরি উইন্ডোজেই বুট হবে। হার্ডডিস্কে উইন্ডোজ ৯৫ ৬৫ মেগাবাইট পর্যন্ত জায়গা নিতে পারে। ফাইল সোয়াপ করার জন্য উইন্ডোজ ৩.১ এর মত এত জায়গার প্রয়োজন পড়বে না। যদি আপনার মেশিনে র‍্যাম বেশি থাকে তবে ভার্চুয়াল মেমরির জন্য হয়তো আপনার হার্ডডিস্কটি আর ব্যবহৃত হবে না। কিন্তু আপনার মেশিনে যদি ৪ মেগাবাইট র‍্যাম থাকে তাহলে উইন্ডোজ ৯৫ সোয়াপিংয়ের জন্য ১৫ মেগাবাইটের মত জায়গা নিতে পারে। ৮ মেগাবাইট র‍্যাম থাকলে জায়গা নিতে পারে ৮ থেকে ১০ মেগাবাইট।

নতুন মেশিনে উইন্ডোজ ৯৫ ইন্সটল করতে হলে

আপনি যদি আপনার পুরানো মেশিনে উইন্ডোজ ৯৫ না চাপিয়ে নতুন মেশিনে তা ইন্সটল করতে চান তবে এমন মেশিন কেনা ভালো যার স্থায়িত্ব থাকবে ৩ থেকে ৫ বছর পর্যন্ত। নিচের সাধারণ কয়েকটি পরামর্শ আপনার কাজে লাগতে পারে।

প্রসেসরঃ ৭৫ মেগাহার্টজের পেন্টিয়াম ভালো। তবে ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করলে ৯০ বা ১০০ মেগাহার্টজের পেন্টিয়াম ভিত্তিক মেশিন কেনা যুক্তিযুক্ত। ফুলস্ক্রীন ভিডিওর জন্য কমপক্ষে ৯০ মেগাহার্টজের পেন্টিয়াম প্রয়োজন পড়বে। এটির জন্য সফটওয়্যার ভিত্তিক এমপিইজি সাপোর্ট পাবেন এ বছরের শেষদিক থেকে।

মেমরিঃ মাইক্রোসফটের মতে বর্তমানের ১৬ বিটের তুলনায় ৩২ বিটের উইন্ডোজ এপ্লিকেশনসমূহে ২৫% থেকে ৫০% বেশি মেমরির প্রয়োজন পড়বে। এছাড়া উইন্ডোজ ৯৫ এ একই সাথে অনেক এপ্লিকেশন চালানো যাবে। তাই কমপক্ষে ১৬ মেগাবাইটের র‍্যাম থাকা বাঞ্ছনীয়।

মনিটরঃ আপনি একই সাথে অনেকগুলো এপ্লিকেশন চালাতে পারবেন। স্বাভাবিকভাবেই বড় আকারের মনিটর সুবিধাজনক হবে।

হার্ডডিস্কঃ নতুন নতুন এপ্লিকেশন সব সময়ই আয়তনে বড় হয়ে থাকে। ভবিষ্যতের ৩২ বিটের নতুন নতুন এপ্লিকেশনের কথা মনে রেখে নূন্যতম ৭৩০ থেকে ৮১০ মেগাবাইট ক্ষমতার হার্ডডিস্ক থাকা দরকার। আপনার একটি প্লাগ এন্ড প্লে বায়োস থাকলে ইন্সটলেশনের কাজগুলো সহজতর হবে। সাথে পিসিআই বাস থাকলে ভাল। তবে এ ব্যাপারে বিস্তারিত তথ্য কেনার আগে অবশ্যই ডেভারদের কাছ থেকে জেনে নেবেন।

মাইক্রোসফট ঃ প্রস্তুত

বিশ্বের সাড়ে আট কোটি গ্রাহক ও ১৩০ বিলিয়ন ডলারের তথ্য প্রযুক্তি শিল্পকে একযোগে নতুন অপারেটিং সিস্টেমে বদলে দিতে যাচ্ছে মাইক্রোসফট। উইন্ডোজ ৯৫ ও এর সাথে সম্পর্কিত শক্তি-বুভুক্ষু এপ্লিকেশন প্রোগ্রামের জন্য প্রয়োজন হবে প্রচুর মেমোরী, চিপ, গ্রাফিক্স ইকুইপমেন্ট, বৃহদাকার ড্রাইভ, মোডেম ইত্যাদির। মেমোরী থেকে সিডিরম যাবতীয় হার্ডওয়্যার নির্মাতারা কোমর বেঁধে তেরি হয়েছে বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারের মুনাফা কুড়াতে। মাইক্রোসফটের সাথে ইতোমধ্যেই চুক্তিবদ্ধ কোম্পানীগুলোতো বটেই বিশ্বের বহু কোম্পানীই উইন্ডোজ ৯৫ পরিবেশের একেবারে আনকোড়া এপ্লিকেশন সফটওয়্যার বেচে বিপুল পয়সা কামানোর মওকা পেয়ে যাবে।

এদিকে মাইক্রোসফট সমস্ত প্রস্তুতিই সম্পন্ন করেছে। প্রচন্ড ব্যস্ততা আর উত্তেজনায় কাঁপছে রেডমন্ডস্থ সিয়াটলের ছাব্বিশটি ভবন। ৫নং ভবনের ১০৯১ নম্বর জানালাবিহীন ১৫০টি মেশিন সমৃদ্ধ 'ইস্ক্রিন রুমে' সম্পন্ন হয়েছে কোয়ালিটি টেষ্ট। দেড় কোটি লাইনের এই বিশাল প্রোগ্রামটির খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করে শেষবারের মতো দেখেছে শত শত বিশেষজ্ঞ। পরখ করা হয়েছে লাইনের আড়ালে আবডালে কোনো বিধ্বংসী ভাইরাস বা বাগ ওৎ পেতে আছে কিনা। এক বছর ধরে লাখ চারেক পিসিতে 'বিটা ভার্শন' চালিয়ে তার রিপোর্ট যাচাই করা হয়েছে। চুক্তির আওতায় কম্প্যাক, প্যাকার্ড বেল, হিউলেট প্যাকার্ড, ডেল-এর মতো শত শত পিসি নির্মাতা প্রস্তুত উইন্ডোজ ৯৫ সমেত নতুন পিসি বাজারজাত করতে। এই বর্ষা মওসুমে চুটিয়ে ব্যবসা করতে বিশেষ করে প্যাকার্ডবেল, কম্প্যাক হোম পিসিতে সেপ্টেম্বর নাগাদ সম্পূর্ণ নতুন মডেলের মেশিনের ঘোষণা দিচ্ছে যা হবে উইন্ডোজ ৯৫ এর সাথে একশ ভাগ কমপ্যাটিবল। চীনা ভার্শনেও উইন্ডোজ ৯৫ প্রকাশের ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। আর বারোটি ভাষায় ম্যানুয়াল ছাপা হয়েছে। বিজ্ঞাপন প্রচারণার পাশাপাশি মাইক্রোসফট পৃথিবীর সর্বত্রই ডিলারদেরকে প্রস্তুত করে রেখেছে। পৃথিবী জুড়ে ১৫,০০০ স্টোরের তাক উইন্ডোজ ৯৫ দিয়ে ভরে দিতে দিনরাত কাজ করছে কোম্পানীর শ'খানেক লোক। ২৪ আগষ্ট বিক্রি শুরু করার জন্য ১২টি স্থানে ১০ লক্ষ করে কপি প্রস্তুত করা হচ্ছে।

মাইক্রোসফট নেটওয়ার্কঃ

তদুপরি সফটওয়্যার দানব মাইক্রোসফট এবার ইন্টারনেটের বিশাল ভুবনে ব্যবসার জাল প্রসারিত করতে উইন্ডোজ ৯৫ ভিত্তিক বহু বিতর্কিত 'মাইক্রোসফট নেটওয়ার্ক-কে যুগপৎ বাজারজাত করতে যাচ্ছে। সারা দুনিয়ায় এ ধারার ব্যবসায়ে কম্পুসার্ভ, প্রোডিজি, আমেরিকা অনলাইন এর মতো শার্দূলদের সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে মাইক্রোসফট গড়ে তুলেছে নিজস্ব অন-লাইন ডিভিশন। এ সার্ভিস উন্মুক্ত করতে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে বৃটিশ টেলিকম, এটি এন্ড টি, স্প্রীন্ট, ইউনিটেল, হলিউড অনলাইন, চেজ মানহাটান ব্যাংক, ইউএস ব্যাংক এর মতো দুনিয়া জোড়া বহু প্রতিষ্ঠান যাদের ধরণ হলিউডের স্টুডিও থেকে ভিসা ক্রেডিট কার্ড কোম্পানী পর্যন্ত বিস্তৃত।

আমেরিকা সরকারের একচেটিয়া কারবার বিরোধী আইন (এন্টিট্রাস্ট) বাধা না দিলে উইন্ডোজ ৯৫ এর ব্যবহারকারীগণ বিনামূল্যে মাইক্রোসফট নেটওয়ার্ককে একটি ফীচার হিসেবে পাবেন। ইন্টারনেটে যুক্ত হতে পারবেন পর্দার ওপরে 'মাইক্রোসফট নেটওয়ার্ক' কথাটি লেখা আইকনে ক্লিক করেই। অবশ্য বাংলাদেশে জনগণের জন্য ই-মেইল ইন্টারনেট যোগাযোগ ব্যবস্থা টি এন্ড টি প্রতিষ্ঠিত করতে পারেনি আজও। সুতরাং ইন্টারনেটে প্রবেশের ফীচার উইন্ডোজে থাকা আর না থাকার মানে আমাদের জন্য একই। আর যদি মার্কিন সরকার এন্টিট্রাস্ট আইনে ওটিকে ফীচার হিসেবে সংযুক্তিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে সেক্ষেত্রে মাইক্রোসফট ওই অন-লাইনে প্রবেশের সফটওয়্যারটিকে আলাদাই বাজারজাত করবে। তখন অন-লাইন সুবিধা প্রদানকারী অপরাপর কোম্পানীর সফটওয়্যার ও সার্ভিসের সাথে মাইক্রোসফটকে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে বাজারে আসতে হবে। যাই হোক, সন্দেহ নেই মাইক্রোসফট-এর নির্বাহী ভাইস-প্রেসিডেন্ট স্টিভেন বালমার যেমন বলেছেন– উইন্ডোজ ৯৫ এর বাজারজাতকরণ নিয়ে– "আর এটিই হবে এযাবৎকালে আমাদের সবচাইতে বড় বিপনন কর্মকান্ড"।

উইন্ডোজ ৯৫ এর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ফীচার

উইন্ডোজ ৯৫ এর গ্র্যাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস অনেকটা মেকিন্টোশের মতো মনে হলেও মৌলিক পার্থক্য রয়েছে এটির সামগ্রিক বিষয় বৈচিত্র্য ও কর্মের নিপুনতায়। যা চিত্তাকর্ষক এবং ক্ষেত্র বিশেষে মেকিন্টোশকে ম্লান করে দেয়। আগেই বলেছি, এটিই একমাত্র পূর্ণাঙ্গ অপারেটিং সিস্টেম যা ৩২ বিট পেন্টিয়ামের দক্ষতাকে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম। গুরুত্বপূর্ণ নিত্য ব্যবহার্য সাইবার জগতে প্রবেশে অনুপম হাতিয়ার হিসেবে বহু এপ্লিকেশনই উইন্ডোজ ৯৫ এ নিতান্ত ফীচার রূপে আইকনের ছদ্মবেশে থাকছে। যিনি কমপিউটার ব্যবহারে নতুন এসেছেন তিনিও ঘনিষ্টতার পরশ পাবেন সুইচ অন করলেই। পর্দায় ভেসে উঠবে সুশৃংখলভাবে সাজানো চোখ জুড়ানো আইকন, আগেকার উইন্ডোজগুলোর ইন্টারফেস আদোই নেই। ছবি বা আইকনের আড়ালেই সব কাজ। এক একটি আইকন এক একটি কাজ।

যাহোক, উইন্ডোজ ৯৫ এ উইন্ডোজ ৩.১-এর চেয়ে বেশ কয়েকটি উন্নতমানের ফীচার রয়েছে। এর মধ্যে কয়েকটি মাত্র সংক্ষিপ্তাকারে নিচে উল্লেখ করা হল।

* **স্টার্ট বাটনঃ** এতে ক্লিক করেই এপ্লিকেশন চালু করা যাবে, ফাইল খোলা যাবে, কন্ট্রোল প্যানেলে এবং অন্যান্য স্থানে প্রবেশ করা যাবে।

* **ডেস্কটপ ঃ** আপনার মনিটরের ডেস্কটপটি আপনার পছন্দমত ডিজাইনে এবং প্রয়োজনীয় প্রোগ্রাম, ডকুমেন্ট এবং প্রিন্টারের দৃষ্টিনন্দন আইকনে ইচ্ছেমত সাজিয়ে নিতে পারেন।

* **টাস্কবারঃ** স্ক্রীণের নীচের অংশে লম্বা স্ট্রীপে এটি সবসময়ই উপস্থিত থাকবে। এর সাহায্যে বিভিন্ন চালু উইন্ডোতে যাওয়া যাবে।

* **মাই কমপিউটারঃ** ডেস্কটপের উপরে বাদিকে এই আইকনটিকে ডাবল ক্লিক করে পর্যায়ক্রমে ফোল্ডার, ফাইল, এপ্লিকেশন বা ইউটিলিটিজে যাওয়া যায়। আইকনটিকে একবার ক্লিক করে এর নাম বদল করে ইচ্ছেমত নামকরণ করতে পারেন।

* **এক্সপ্লোরারঃ** অনেকটা ফাইল ম্যানেজারের মত। এর সাহায্যে ক্রমানুযায়ী ড্রাইভ, ফোল্ডার এবং তাদের ভেতরের জিনিষসমূহ দেখা যায়। এতে ডাইরেক্টরিসমূহ এবং ড্রাইভ বাটন বাদ দেয়া হয়েছে। তবে ফাইলের নাম ক্লিক এবং টাইপ করে পরিবর্তন করা যায়। ড্র্যাগ এবং ড্রপও করা যায়।

* **ফাইন্ড ঃ** স্টার্ট মেনুর একটু উপরে এর অবস্থান। এর মাধ্যমে আপনি খুঁজে পেতে পারেন ফাইল, ফোল্ডার, এপ্লিকেশন, অন্যান্য কমপিউটার এবং 'দি মাইক্রোসফট নেটওয়ার্ক' সম্পর্কে তথ্য।

* **হেল্প ঃ** স্টার্টমেনু থেকে এতে প্রবেশ করা যায়। টপিক ছাড়াও কোন শব্দ বা প্রবাদ সম্পর্কে জানা যায়। এর অন্যান্য সুবিধাসমূহ ৩.১ এর হেল্প-এর চেয়ে অনেক উন্নতমানের।

* **প্লাগ এন্ড প্লেঃ** উইন্ডোজ ৯৫ প্লাগ এন্ড প্লে হার্ডওয়্যার সাউন্ড কার্ড, সিডি-রম ড্রাইভ ইত্যাদি চিনে নিয়ে স্বয়ংক্রিয়ভাবে কনফিগার করতে পারে। তবে সবক্ষেত্রে এটি সাবলীল নয়।

* **ফোল্ডার ঃ** অনেকটা মেকিনটোশের ফোল্ডারের মত। ডাইরেকটরি বা প্রোগ্রাম ম্যানেজারের বদলে এতে রয়েছে ফোল্ডার আইকনসমূহ, যাতে থাকতে পারে ডকুমেন্ট, এপ্লিকেশন বা অন্য ফোল্ডার।

* **বড় ফাইল নেমঃ** এতে ফাইলের নাম ২৫৫ ক্যারেক্টার পর্যন্ত ধারণ করা যায়।

* **মাইক্রোসফট এক্সচেঞ্জঃ** একটি চমৎকার ফীচার। এর সাহায্যে কম্পুসার্ভ, দি মাইক্রোসফট নেটওয়ার্ক এবং মাইক্রোসফট থেকে ই-মেইল পাঠানো, গ্রহণ করা বা দেখা যায়। ইন্টারনেট মেসেজ, ফ্যাক্স ইত্যাদিও আদান-প্রদান করা যায়।

* **ড্রাগ এন্ড ড্রপঃ** ক্লিক করে টেনে নিয়ে (ড্রাগ) একটি ফোল্ডারকে আর একটি ফোল্ডারে, একটি ডকুমেন্টকে প্রিন্টারে, একটি ফাইলের নামকে ডস প্রম্পটে অথবা একটি এপ্লিকেশনকে স্টার্ট মেনুতে নেয়ার সুবিধা রয়েছে এতে।

* **স্ক্র্যাপঃ** যেকোন ওএলই ২.০ এপ্লিকেশন থেকে আকাঙ্খিত অংশ ড্রাগ করে ডেস্কটপে এনে স্ক্র্যাপ তৈরি করুন। এই স্ক্র্যাপটিকে ইচ্ছেমত অন্য কোন ডকুমেন্টে কপি করে ব্যবহার করার জন্য ড্রাগ করে নিয়ে যান।

* **ডান দিকের মাউস বাটনঃ** কোন আইটেমের উপর ডানদিকের মাউস বাটনে ক্লিক করলে এর সাথে সংশ্লিষ্ট কমান্ডসমূহের একটি মেনু চলে আসবে। ডানদিকে ক্লিক করে ইচ্ছেমত যেকোন ফোল্ডার বা ফাইলকে ড্রাগ করে সরানো, কপি করা বা সংক্ষিপ্তাকার করা যায়।

* **প্রোপার্টিজঃ** ডান মাউস বাটন ব্যবহার করে প্রোপার্টিজ নামে অপশনে কাজ করা যায়। প্রোপার্টিজের সাহায্যে ডকুমেন্ট, ফোল্ডার, ড্রাইভ, প্রিন্টার ইত্যাদির তথ্য দেখা বা পরিবর্তন করা যায়। সি ড্রাইভের প্রোপার্টিজ চেক করুন। একটি পাই চার্টের মারফত দেখতে পাবেন কতটুকু ব্যবহৃত এবং অব্যবহৃত স্পেস রয়েছে ইত্যাদি।

* **সিস্টেম প্রোপার্টিজঃ** কন্ট্রোল প্যানেলের গভীরে প্রবেশ করে আপনার সিস্টেমটিকে প্রদর্শন (ডিসপ্লে), সনাক্ত এবং কনফিগার করতে পারেন।

* **রেজিস্ট্রি ঃ** আপনার সমস্ত হার্ডওয়্যার এবং সফটওয়্যার কনফিগারেশনের কেন্দ্রিয় ভান্ডার। ট্রাবল স্যুটিংয়ের জন্য সহায়ক।

* **উইজার্ড ঃ** জটিল কার্যপ্রণালীতে (যেমন উইন্ডোজ ৯৫ ইন্সটল করা) আপনাকে ধাপে ধাপে সারি সারি ডায়ালগ বক্সের মাধ্যমে সহায়তা করবে।

* **ব্রীফকেস ঃ** এর সাহায্যে আপনি সহজে আপনার অফিস এবং বাসার মেশিনের অথবা আপনার ডেস্কটপ এবং নোটবুক পিসির ফাইলসমূহ সমন্বয় করতে পারেন।

* **নেটওয়ার্ক ঃ** আপনার ওয়ার্কগ্রুপের সমস্ত মেশিনে মাউস চালিয়ে, গ্রাফিক্যাল পদ্ধতিতে ব্রাউজ করে ইচ্ছেমত সংযোগ লাভ করতে পারেন– এমনি একাধিক নেটওয়ার্কের সার্ভারের সাথেও।

* **সরাসরি ক্যাবল সংযোগঃ** সিরিয়াল বা প্যারালাল ক্যাবলের সাহায্যে দুটি কমপিউটার একসাথে হুক আপ করে প্রিন্টার বা যে কোন নেটওয়ার্ক রিসোর্স সহজে ব্যবহার করা যাবে।

* **ইন্টারনেটে সংযোগঃ** উইন্ডোজ ৯৫ এ রয়েছে ডায়াল আপ নেটওয়ার্কিংয়ের সুবিধা। ইন্টারনেটের সাথে সংযোগ স্থাপন করার জন্য প্রয়োজনীয় সফটওয়্যার টিসিপি/আইপি এবং উইনসক রয়েছে। তবে এর জন্য আপনাকে মূল্য দিয়ে কোন একাউন্ট খুলতে হবে।

বাজারঃ বিপুল তরঙ্গের পূর্বাভাষ

খুব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হলো এই প্রথমবারের মতো ৩২বিট পেন্টিয়াম প্রসেসরের দক্ষতাকে রেকর্ড পরিমানে প্রায় পুরোপুরি খাটাতে সক্ষম একমাত্র উইন্ডোজ ৯৫। ২৭ থেকে ৫০ মেগাবাইট জায়গা দখলকারী বিশালায়তনের উইন্ডোজ ৯৫ এর দাম রাখা হয়েছে মাত্র ২০৯ ডলার। আর যারা উইন্ডোজ ৩.১ থেকে আপগ্রেড করবেন তাদের জন্য এটির দাম মাত্র ১০৯ ডলার। বিল গেটস গত জুনে টাইমস পত্রিকায় দেয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, প্রথম বছরে এইটির ৪ কোটি কপি বিক্রি হতে পারে। রক্ষণশীল পর্যবেক্ষকগণ তখন অবশ্য এর অর্ধেক ২ কোটি কপি বিক্রির ধারণা করেছিলেন। কিন্তু এই পরিমাণই বিশ্বের 'হার্ডওয়্যার সফটওয়্যার বিপননে একালের সবচাইতে বৃহত্তম বিক্রির তরঙ্গ তুলবে' বলেছিলেন মাইক্রোপ্রাক্স কোম্পানীর চেয়ারম্যান পল গ্রেইসন, যিনি বিল গেটস-এর সাথে এক দশকেরও বেশী সময় কাজ করেছেন।

উইন্ডোজ ৯৫ এর ব্যবহারের পর ইতোমধ্যেই প্রাপ্ত প্রাথমিক সমীক্ষা অন্য কথা বলছে। চমৎকার সমৃদ্ধ ফ্রেন্ডলি ইন্টারফেস এবং কয়েক ডজন নতুন কাজের কুশলী ফীচার এটিকে চিত্তাকর্ষক করেছে। উইন্ডোজ ৩.১ ব্যবহারকারীর ১৫% জনও যদি এই নতুন উইন্ডোজে আপগ্রেড করে তাহলে অন্তত কয়েক কোটি কপি শিপমেন্টের মুহূর্তেই বিক্রি হওয়া অসম্ভব নয়। এতে করে প্রথম বছরেই উইন্ডোজ ৯৫ বেচে মাইক্রোসফট নিদেন পক্ষে একশ' কোটি ডলার হাতে পেয়ে যাবে। বিশ্লেষকগণ বলছেন আপগ্রেডের হার দ্বিগুণও হতে পারে।

এ হিসেবে এপ্লিকেশন প্রোগ্রামের আয় ধরা হয়নি। যদি তা বিবেচনায় আনা হয় তাহলে পেইনওয়েবার ইনক্ এর এক বিশ্লেষক মিশেল কোয়াটিনেইজ বলেছেন, "যেখানে গত ৩০ জুন নাগাদ অর্থাৎ ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে মাইক্রোসফট-এর বিক্রি ছিলো ছয় শত কোটি ডলার সেখানে 'মাইক্রোসফট অফিস' নামের কেবল একটি মাত্র সফটওয়্যারের উইন্ডোজ ৯৫ ভার্শন বেচেই আয় হবে এ বছরের শেষ নাগাদ অন্তত আরো ৪০ থেকে ৫০ কোটি ডলার"। সুতরাং তিনি মনে করেন আগামী এক বছরে উইন্ডোজ ৯৫ থেকে মাইক্রোসফট দুশ' কোটি ডলার রাজস্ব সংগ্রহ করলেও অবাক হবার কিছু থাকবেনা।

পেইনওয়েবার, ইন্টারন্যাশনাল ডাটা কর্পোরেশন, মন্টেগোমারী সিকিউরিটি ইত্যাদি প্রতিষ্ঠান কতক ভবিষ্যদ্বাণী করেছে। সাধারণত কারখানায় সেমিকন্ডাক্টরের অর্ডারের পরিমাণ দেখে পিসি বিক্রি বাড়ার বিষয়ে ধারনা করা যায়। এবছর এই পরিমাণ গতবছরের তুলনায় ৫৪% ভাগ বেশী। এদিকে ইন্টেলের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট অত্যন্ত আস্থার সাথেই বলেছেন, "৯৬তে আমরা অন্তত এক টন পেন্টিয়াম বিক্রি করাতে চাই। আর উইন্ডোজ ৯৫ই তাতে সহায়তা করবে"। যাহোক, ১৯৯৩ এবং ১৯৯৪ সালে পৃথিবীতে মোট পিসি বিক্রি হয়েছিলো যথাক্রমে ৩.৫ কোটি এবং ৪.০ কোটি ইউনিট। অনুমান করা হচ্ছে উইন্ডোজ ৯৫ এর আগমনে এ বিক্রির পরিমাণ '৯৫, '৯৬ এবং '৯৭ সালে দাঁড়াতে পারে প্রায় যথাক্রমে ৪.৮ কোটি; ৬.০ কোটি এবং ৬.৭ কোটি ইউনিটে।

বিশ্বের মোট অপারেটিং সিস্টেম সফটওয়্যারের বাজার ছিলো ৯৪ সালে প্রায় ৫.৫ বিলিয়ন ডলারের। ১৯৯৫ সালে এই বাজার ৬ বিলিয়ন ডলারের ঘর পেরিয়ে ১৯৯৬ ও ১৯৯৭ সাল নাগাদ যথাক্রমে প্রায় ৭ ও ৭.৮ বিলিয়ন ডলারের কোঠায় পৌঁছে যেতে পারে।

এসময়ে আর্থিক মুনাফা অর্জনে বিস্ময়কর গতি আনবে মাইক্রোসফট-এর। কোম্পানীটির কেবল উইন্ডোজের বিক্রি ছিলো ১৯৯২, ১৯৯৩ ও ১৯৯৪ সালে যথাক্রমে প্রায় ০.৫, ০.৭ এবং ১ বিলিয়ন ডলার। এ বছরের শেষ নাগাদ উইন্ডোজের বিক্রি ১.৫ বিলিয়ন ডলার ছাড়িয়ে যাবে এবং ৯৬ সালে অবিশ্বাস্য হারে এই বিক্রির পরিমাণ ২.৭৫ বিলিয়ন ডলার অতিক্রম করতে পারে। এতে করে ১৯৯৭ সালে এটির বিক্রির হার কেমন হবে তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। কেননা সে সময়ে সম্পৃক্ত দশায় পৌঁছুলে হোমপিসির বাজারে নতুন ব্যবহারকারী প্রবেশ নাও করতে পারে।

অবশ্য এখানেই শেষ নয়। প্রকাশনা বিনোদন ও গৃহকার্যে শক্তিশালী পেন্টিয়াম পিসি, মাল্টিমিডিয়া টেকনোলজী এবং উইন্ডোজ ৯৫ এর সমন্বয়ের এক সমূহ সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। এতে করে অভিনব প্রোগ্রাম ও নয়া এপ্লিকেশনের ক্ষেত্রসমূহ সৃজনশীল কাজের ফসল হিসেবে আবির্ভূত হলে হোমপিসির বাজার আমূল পাল্টে যেতে পারে। শিক্ষা-বিনোদনে প্রয়োগ উপযোগী একটি ভিন্নধর্মী দ্রুত গ্রাফিক্স পারফরমেন্সের প্লাটফরম হিসেবে উইন্ডোজ ৯৫ কে গড়ে তুলতে মাইক্রোসফট বিশেষ নজর দিয়েছিলো। এ কারণে চমৎকার সব শিক্ষা-খেলার প্রোগ্রাম তৈরী করে ভিডিও গেমের জগতের কোম্পানীগুলো বিলিয়ন বিলিয়ন ডলারে রোজগারের স্বপ্ন দেখছে।

বিপদসংকেত ঃ কাদের জন্য?

আবার এও সত্য বহু সফটওয়্যার নির্মাতাদের জন্যই উইন্ডোজ ৯৫ মহাবিপদ সংকেত বহনকারী। কেননা বাজারে বিল গেটস-এর প্রভাব যতো বাড়ছে, উইন্ডোজ ৯৫ এ যতোই সংবাদ ফ্যাক্স প্রেরণ, নেটওয়ার্কে সংযোগ ইত্যাদির সুবিধা নিতান্ত ফীচার হিসেবে যুক্ত হচ্ছে ততোই এসবের সফটওয়্যার নির্মাতা কোম্পানীগুলোর বাজার সংকুচিত হয়ে আসছে। শুধু তাই নয় যখনই একটি নতুন অপারেটিং সিস্টেম প্রত্যেকের জন্য নতুন এপ্লিকেশন সফটওয়্যার রচনা ও বাজারের সম্ভাবনা মেলে ধরে তখনই দেখা যায় মাইক্রোসফটই তার সিংহভাগ দখল করেছে বড় বড় মূল এপ্লিকেশন প্রোগ্রাম লিখে। দ্বিতীয় লাইনে দাঁড়িয়ে থেকে কতক ছোটো খাটো কাজ বেচেই সন্তুষ্ট থাকতে হয় তখন অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলোকে। কখনো কখনো লালবাতি জ্বলে ওঠে কোনো কোনো কোম্পানীতে। মাইক্রোসফট-এর এই চরিত্রকে কটাক্ষ করে ওয়ার্ডপারফেক্ট-এর সাবেক নির্বাহী পিটি প্যাটারসন এক সময় বিল গেটসকে আখ্যায়িত করেছিলেন সেই শেয়াল বলে 'যে তোমাকে নদীর ওপারে নিয়ে যাবে এবং গিলে খাবে।' অপারেটিং সিস্টেমে মাইক্রোসফট-এর প্রতিদ্বন্দ্বী যে রাতারাতি বিদায় নেবে তা বলা যায়না। কেননা বেশীরভাগ এপল মেকিন্টোশ প্রেমিকরা এখনো ভাবছেন যে, উইন্ডোজ ৯৫ সবেমাত্র ম্যাক ওএসকে ছুঁয়েছে। গ্রাফিক্যাল ইউজার ইন্টারফেস দেখে প্রথমে অন্তত তাই মনে হয়। সেকারণে উইন্ডোজ ৯৫ এর অতিরিক্ত ফীচারগুলো চট করে সাধারণ ক্রেতার মনে দোলা নাও দিতে পারে। এপল ও ম্যাকের ক্লোন নির্মাতারা যদি মেকিন্টোশ ব্যবহারকারীদের কাছে দুটো সিস্টেমের পার্থক্যকে তুচ্ছ প্রমাণিত করতে এবং ধরে রাখতে না পারে তাহলে এপলের উন্নয়ন গবেষণা সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেভিড নাজেলের আশঙ্কা "রেডমন্ড থেকে আসা তথ্যের মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হবার বিপদ আমাদের সামনে"। কেননা পৃথিবীর ডেস্কটপ কমপিউটিং-এর বাজারে যেখানে এপলের ১৯৯৩ এর সর্বোচ্চ অংশ ৯.৪% ছিলো তা কমে ইতোমধ্যেই ৮.৩% হয়ে গেছে। বিপর্যয় ঠেকাতে এপল '৯৬ তে নতুন অপারেটিং সিস্টেমে পদার্পনের ঘোষণা দিয়েছে। এর আগে আসন্ন বড় দিন উপলক্ষে এ বছরের শেষ তিন মাসে যে কোনো কায়দায় অন্তত দশ কোটি ডলার বিক্রির পরিকল্পনা আঁটছে এপল।

ডেস্কটপ বাজারে ১০% ভাগেরও কম অংশের দখলকারী আইবিএম OS/2 নিয়ে বিপদ ঠেকাতে এমনভাব করছে যেন উইন্ডোজ ৯৫ বলে কিছু নেই। কোম্পানীর পার্সোনাল সফটওয়্যার প্রোডাক্টস গ্রুপের প্রেসিডেন্ট লী রেইজউইগ জানিয়েছেন, তারা বরং OS/2 এর জন্য এপ্লিকেশন রচনায় উৎসাহিত করবে সফটওয়্যার কোম্পানীগুলোকে এবং বোঝাতে চেষ্টা করবে যে, উইন্ডোজের সব সুবিধাই OS/2 তে উপস্থিত অর্থাৎ দুটোর মধ্যে কোনো তফাৎ নেই ইত্যাদি। অবশ্য সীমিত বাজার দখলকারী আইবিএম এর এই আবেদনে কতোখানি সাড়া পাওয়া যাবে সে নিয়ে সংশয় আছে। সেক্ষেত্রে আইবিএম যদি কিনে নেয়া লোটাসকে কৌশলে খাটিয়ে নেটওয়ার্ক এপ্লিকেশনে শক্ত বাজার সৃষ্টিতে সচেষ্ট হয় তাহলে উইন্ডোজ ৯৫ এর কারণে বাজার হারানোটা খুব একটা ক্ষতিকর হবেনা। কিন্তু যদি এই কাজটিতে বিলম্ব ঘটে তাহলে মাইক্রোসফটই উইন্ডোজ এনটির একটি উন্নত ভার্শন ছেড়ে নেটওয়ার্কিং এর জগতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করবে তখন আইবিএমকে সে ক্ষেত্রের ব্যবসাও হারাতে হতে পারে।

উপসংহারঃ

দক্ষিণ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সেই ১৯৬৪ সালে বাংলাদেশে প্রথম কমপিউটার আসে। ডেস্কটপ কমপিউটিং-এর সূচনালগ্নে আশির দশকের শুরুতেও এদেশে তথ্য প্রযুক্তির হাওয়া লেগেছিলো। দেড় দশকে বিশ্বব্যাপী যে বিপুল তথ্য বিপ্লব ঘটে যায় তাতে এ অঞ্চলের অপরাপর সব দেশই নিজেদেরকে সম্পৃক্ত করে নিলেও বাংলাদেশ এগোতে পারেনি এ প্রযুক্তিকে করায়ত্ত করে আপন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে মজবুত ভিত্তি দিতে। বরং আমাদের দেশে অত্যাবশ্যকীয় অগ্রগতির হাতিয়ার হিসেবে নয় কমপিউটার সফটওয়্যার পেরিফেরাল-এর ওপর কর, শুল্ক ইত্যাদির দুর্বহ বোঝা-চাপিয়ে বহুদামী নিতান্ত প্রদর্শনের 'ম্যাজিক বস্ত্র' হিসেবে কমপিউটারকে জনগণের ছোঁয়া থেকে বহুদূরে রাখতে ব্যস্ত আমরা। তদুপরি এ পর্যন্ত যে পিসি এদেশে বসেছে ওগুলোর মেমোরি, প্রসেসর ইত্যাদির যাবতীয় হার্ডওয়্যার আপগ্রেড করে উইন্ডোজ ৯৫ চালানোর উপযোগী করার ব্যয় সংকুলান আমাদের দেশে সম্ভব হবে খুব কম মানুষেরই। সে বিচারে উইন্ডোজ ৯৫ এর বিশ্ব নাচানোর হাওয়াই কেবল লাগবে এখানে, আমাদের জনগণের প্রকৃত কোন লাভ এই মুহূর্তে তেমন একটা হবে বলে মনে হয় না। তবে বিশ্বজুড়ে বিকাশমান পিসি ও এপ্লিকেশন সফটওয়্যারের বিরাট বাজারে এদেশের সৃষ্টিশীল মেধা ও মননের প্রবেশের যে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে– উদ্যোগ, নীতি আর অবকাঠামো তৈরিতে ব্যর্থ সরকার, নীতিনির্ধারক, ভেন্ডার শিক্ষক, বিজ্ঞানী এবং আমলাগণের সে খেয়াল আছে কি?

একবিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব যখন উচ্চমানের প্রযুক্তি বিক্রি ও ব্যবহারে বিস্ময়কর অগ্রগতি অর্জন করবে, কম্প্যাক কমপিউটার কর্পোরেশন-এর বিপনন ভাইস প্রেসিডেন্ট মিঃ লরি ট্রং-এর মতে, "উইন্ডোজ ৯৫ জনমনে কোকাকোলার মতো প্রতিভাত হবে" তখন কি আমরা বিগত যৌবন প্রযুক্তি কিংবা সৃষ্টিহীন নৈরাজ্যকর রাজনীতির ডামাডোলে কমপিউটারের প্রতি কেবল বিস্ময়বোধ জাগিয়ে তুলেই আমাদের দেশের পঙ্গু বিপন্ন প্রযুক্তি-অর্থনীতিকে বগলদাবা করে আকাশপানে হা করে থাকবো? ❋